

💵 কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ফিকাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম পর্ব - তাওহীদ ও ঈমান রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আতুওয়াইজিরী

8. শির্ক

শিরকের সংজ্ঞা: শির্ক হচ্ছে আল্লাহর রব্বিয়াতে (কাজে), আসমা ওয়াস্পিফাতে (নাম ও গুণাবলীতে) এবং উল্হিয়াতে (বান্দার সকল ইবাদতে) অথবা এর কোন একটিতে কোন কিছুকে শরিক স্থাপনের করার নাম। সুতরাং, মানুষ যখন এ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর সঙ্গে আর কেউ সৃষ্টিকর্তা বা সাহায্যকারী আছে তখন সে মুশরিক। আর যে এ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের হকদার সেও মুশরিক। আর যে এ মনে করবে যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে অন্য কেউ সদৃশ আছে সেও মুশরিক।

শির্কের ভয়াবহতা:

১. শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম; কারণ ইহা আল্লাহর একান্ত বিশেষ হক তাওহীদের ব্যাপারে সীমালঙ্খন। তাওহীদ হলো সবচেয়ে বড় ইনসাফ। পক্ষান্তরে শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম ও ঘৃণ্যতা; কারণ এতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালককে ছোট করা হয় এবং তাঁর আনুগত্য থেকে অহংকার করা হয়। এ ছাড়া আল্লাহর বিশেষ হক অন্যের জন্য সাব্যস্ত করা হয়। শিরকের ভয়াবহতা কঠিন, যার ফলে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মুশরিক হয়ে সাক্ষাৎ করবে তিনি তাকে কস্মিনকালেও ক্ষমা করবেন না।

যেমন আল্লাহর বাণী:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْ اَفِي أُن اللَّهِ فَيَعْ الْفِي مَا دُولَ نَلِكَ لِمَن اللَّهَ اَوَ مَن اللَّهِ فَقَدِ الْاَلَةِ فَقَدِ الْالَةِ فَقَدِ الْاَلَةِ فَقَدِ الْاَلَةُ وَالْلَهُ لَا يَعْلَقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং এর চেয়ে ছোট পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।" [সুরা নিসা: ৪৮]

শির্ক সবচেয়ে বড় জুলুম তথা অন্যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করল সে ইবাদতকে যথাস্থানে রাখল না এবং যে হকদার না তার জন্য নির্দিষ্ট করল, যা সবচেয়ে বড় জুলুম। যেমন আল্লাহর বাণী:

إِنَّ الشِّراكَ لَظُلاَّمٌ عَظِيلًمٌ ﴿١٣﴾

"নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।" [সূরা লোকমান:১৩]

শির্ক সমস্ত সৎ আমলকে পন্ড করে দেয় এবং ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্তের দিকে ঠেলে দেয়। আর ইহা সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ।

১. আল্লাহর বাণী:

وَ لَقَدا أُواحِيَ اِلَياكَ وَ اِلَى الَّذِيانَ مِن ۚ قَبالِكَ الْأَنِي الشَّرَكَاتَ لَيَحابَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوانَنَّ مِن



الىخسريان ﴿ ٢٥﴾

"তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহি হয়েছে, তুমি আল্লাহর শরিক স্থির করলে তোমার কর্ম পন্ড হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা জুমার: ৬৫]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَا أُنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ النَّهِ، قَالَ: اللَّهِ مَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِبًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ متفق عليه.

২. আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন: আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জানিয়ে দেব না? রসূল (সা.) এভাবে তিনবার বললেন। তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন: হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: "আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া। রসূল (সা.) এবার হেলান দেয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে বললেন: সাবধান! মিথ্যা কথা থেকে সাবধান! বর্ণনাকারী বলেন: এ কথাটি রসূল (সা.) বারবার বলতেছিলেন এমনকি আমরা বলতে ছিলাম: হায়! যদি তিনি চুপ করতেন।"[1]

শিরকের ঘৃণ্যতা ও কুপ্রভাব:

আল্লাহ তা'য়ালা শিরকের চারটি ঘৃণ্যতা ও কু-পরিণতি সম্পর্কে চারটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন তা হলো:

১. আল্লাহর বাণী:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْ اَفِرُ اَن اللَّهِ يَشْ اَرَكَ بِهِ وَ يَعْ اَفِرُ مَا دُوانَ ذَٰلِكَ لِمَن ا يَّشَاءُ اا وَ مَن ا يُشارِك ا بِاللهِ فَقَدِ افْ اَتَرااى اللهِ فَقَدِ افْ اَتَرااى اللهِ فَقَدِ افْ اللهِ عَظِياً مَا ﴿ ٢٨﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং এর চেয়ে ছোট পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন। আর যে শিরক করল সে বড় ধরনের অপবাদ ধারণ করল।" [সূরা নিসা: ৪৮] আল্লাহর বাণী:

وَ مَن ؟ يُشارِك؟ بِاللهِ فَقَد؟ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيادًا ﴿١١۶﴾

"আর যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করল সে বহু দূরের ভ্রস্তায় পতিত হলো।" [সূরা নিসা: ১১৬] আল্লাহর বাণী:

إِنَّهُ مَن ؟ يُشْكِرِك ؟ بِاللَّهِ فَقَد ؟ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الآجَنَّةَ وَ مَا الوَّادُ النَّارُ ؟ وَ مَا لِلظّٰلِمِينَ مِن ؟ أَناكَ صَارٍ ﴿٧٢﴾

''নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশীস্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নামে। আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।'' [সূরা মায়েদা:৭২]



আল্লাহর বাণী:

وَ مَن ۚ يُشْكِرِكُ ۚ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَحْاطَفُهُ الطَّيارُ أَو اللَّهِ وَكَانِ بِهِ الرِّياحُ فِي المَّكَانِ سَحِياتَ ۗ ﴿ ٣١﴾

"আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। অত:পর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।" [সূরা হাজ্ব: ৩১]

মুশরিকদের শাস্তি:

আল্লাহর বাণী:

إِنَّ الَّذِينَىٰ كَفَرُونَا مِن َ اَهِ اَلِ النَّكِتٰبِ وَ الدَّمُسْسَرِكِينَنَ فِي َ نَارِ جَهَنَّمَ خُلِدِينَنَ فِينَهَا اَ أُولَئِكَ هُم َ شَرُّ النَّبَرِيَّةِ ٢٠﴿٤﴾

"নিশ্চয় মুশরিক ও আহলে কিতাবের যারা কুফরি করেছে তাদের স্থান জাহান্নামে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী অবস্থান করবে। তারাই হলো সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টিজীব।" [সূরা বাইয়িনা: ৬]

আরো আল্লাহর বাণী:

إِنَّ الَّذِيانَ يَكِافُرُوانَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيادُوانَ اَن ۚ يُّفَرِّقُوا بَيانَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُوالُوانَ نُوامِنُ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُوالُوانَ نُوامِنُ اَن ۚ يَّخِذُوا اللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُوالُوانَ اَن أَن يَّخِذُوا اللهِ عَلَى سَبِيالًا ﴿١٥٠﴾ اَولَئِكَ هُمُ الرَّكُفِرُونَ وَ نَكَافُرُ بِبَعاضٍ ؟ وَ اَعالَدانا لِلاَكُفِرِيانَ عَذَابًا مُهِيانًا ﴿١٥١﴾

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আজাব।" [সূরা নিসা:১৫০-১৫১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী [সা.] বলেছেন:"যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নামে প্রবেশ করবে।"[2]

শিরকের ভিত্তি

শিরকের ভিত্তি ও ঘাঁটি যার উপর শিরকের বুনিয়াদ তা হলো গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কেউ)-এর সাথে



সম্পর্ক স্থাপন। আর যে গাইরুল্লাহ এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে, আল্লাহ তাকে যার সঙ্গে সে সম্পর্ক করেছে তার দিকে সোপর্দ করে দিবেন। তার দ্বারা তাকে শান্তি দিবেন এবং যার সঙ্গে সম্পর্ক জুড়েছে সেদিক থেকে অপদস্ত করবেন। যার ফলে সে সবার নিকট ঘৃণিত হবে কেউ তার প্রশংসাকারী থাকবে না। অপদস্ত হবে কেউ তার সাহায্যকারী হবে না। যেমন আল্লাহ বলেন:

لَا تَجِاعَلَا مَعَ اللَّهِ ال

"আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ২২]

শিরকের সৃক্ষ বুঝ:

আল্লাহর সাথে তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীতে, তাঁর বিধানে, তাঁর ইবাদতে শিরক করা। এ হলো শিরকের প্রকারসমূহ। প্রথমটি হলো রবুবিয়াতে শিরক। দ্বিতীয়টি হলো আনুগত্যে শিরক। তৃতীয়টি হলো ইবাদতে শিরক। আল্লাহ তা'য়ালা হলেন সুমাহন একমাত্র প্রতিপালক এবং সমস্ত সৃষ্টিরাজির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

আর আল্লাহর সাথে তাঁর বিধানে শিরক করা তাঁর ইবাদতে শিরক করার মতই। দু'টিই বড় শিরক যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়; কারণ ইবাদত একমাত্র আল্লাহর হক যাঁর কোন শরিক নেই। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

فَمَن كَانَ يَر اَجُواا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلااَيَع اَمَل عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشارِك البِعبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ﴿١١٠﴾ فَمَن كَانَ يَر اَجُواا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلااَيع المَل عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشارِك البِعبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ﴿١١٠﴾ "معمل عمل معال عمل معال عمل المعال المعالمة المعال

বিধান ফয়সালা করা একমাত্র আল্লাহর অধিকার। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

لَهُ غَيابُ السَّمَوْتِ وَ الآاراصِ الآبَصِرِ الْهُو وَ اَسائِمِع الآبَا مَا لَهُما مَنِ الْهُوبِ مِن وَالِيِّ ا وَ لَا يُشارِكُ فَي اللهُ عَيابُ السَّمَوْتِ وَ الآبَارِ عَنِ الْهُما اللهُما مَن اللهُما مَن اللهُما وَاللهُما وَاللهُمَا وَاللهُما وَاللهُما وَاللهُما وَاللهُما اللهُما ا

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরিক করেন না।" [সূরা কাহাফ:২৬]

যে কেউ আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান ছেড়ে অন্য কারো বিধান দ্বারা ফয়সালা করবে সে কাফের ও মুশরিক। আর তার প্রতিপালক হবে সেই যার দ্বারা ইবলীস শয়তান মানব রচিত বিধান প্রণয়ন করেছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

اِتَّخَذُوا اَحابَارَهُما وَ رُهابَانَهُما اَرابَابًا مِّن دُوانِ اللهِ وَ الاَمَسِياحَ ابانَ مَرايَمَ اَ وَ مَا اَ أُمِرُوا اللهِ وَ الآمَسِياحَ ابانَ مَرايَمَ اَ وَ مَا اَ أُمِرُواا اللهِ لَا يَعابُدُواا اللهِ وَاحِدًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الله هُوَ السُباحَانَةُ عَمَّا يُشارِكُوانَ ﴿٣١﴾



"তারা তাদের পন্ডিত ও দরবেশদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।" [তাওবা:৩১]

আর শয়তানের ইবাদত হলো তার নিয়ম-কানুনে অনুগত হওয়া যার দ্বারা মানুষকে সে শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা এই শত্রু থেকে আমাদেরকে সাবধান করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

اَلَمِ اَعاهَدا اِلَياكُمِ اَيْبَنِي اَ اَدَمَ اَن اَ لَا تَعابُدُوا الشَّياطُنَ اَ اِنَّهُ لَكُم اَ عَدُقٌ مُّبِيانٌ ﴿ ٤٠٠﴾ وَ اَنِ المَّابُدُو اِنِي اَ اللَّهُ لَكُم اللَّهُ الْمُراطُ مُساتَقِيامٌ ﴿ ٤٠﴾

"হে বনি আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখেনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। আর আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।" [সূরা ইয়াসীন:৬০-৬১]

আর যেসব কাফেররা মূর্তিকে সেজদা করে তারা কাফের ও ফাজের। যখন তারা আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে শয়তানের বিধানের অনুগত হয়েছে তখন তারা এর দ্বারা তাদের পুরাতন কুফরির সাথে নতুন আর এক কুফরি সংযুক্ত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

إِنَّمَا النَّسِي ۚ أَءُ زِيَادَةٌ فِي الْآكُفٰ ۚ رِيُصَلُّ بِهِ الَّذِيلَانَ كَفَرُولَا يُحِلُّوا نَهُ عَامًا وَ يُحَرِّمُولَانَةٌ عَامًا لِيُواطِّوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ لَا يَهادِي اللهَ عَامًا لِيُواطِّوا عَدَّمَ اللهُ لَا يَهادِي اللهَ عَامًا لِيُواطِّوا مَا حَرَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يَهادِي اللهَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

"এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরির মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেররা গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোকে। অত:পর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হল। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" [সূরা তাওবা:৩৭]

ফুটনোট

- [1]. বুখারী হাঃ নং ২৬৫৪ ও মুসলিম হাঃ নং ৮৭
- [2]. বুখারী হাঃ নং ৪৪৯৭ ও মুসলিম হাঃ নং ৯২

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14963

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন